Core Course
DSC 1B
Paper-II: History of India from. c. 300 to 1206 CE
Semester: 2
Course Code: HISGCOR02T
Paper-II: History of India from. C. 300 to 1206 CE
ইউনিট - VII. Arabs in Sindh: Polity, Religion &Society.
Study Material Prepared by Insan Ali

আরবদের সিন্ধু অভিযানের ও পটভূমি ও ফলাফল বর্ণনা করো ।

অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় আরবদের সিন্ধু অভিয়ানের মধ্য দিয়ে ভারতে মুসলমানদের আবির্ভাবের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় । ভারতের বিরুদ্ধে আরব অভিযান গুলি প্রাথমিকভাবে সফল হয়নি । কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্য এবং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের অভাব শেষ পর্যন্ত আরবদের সাফল্য এনে দেয় ।

রাজনৈতিক অনৈক্য

আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রাক্কালে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের একাধিক ক্ষুদ্র ও অসংহত রাজ্য গড়ে উঠেছিল । অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে হিমালয়ের পাদদেশে বৃহৎ রাজ্য বলতে ছিল আফগানিস্তান , নেপাল ও কাশ্মীর । এদের মধ্যে কাশ্মীর রাজ্য ***ললিতাদিত্যের*** রাজত্বকালে (৭২২-৫৫ খ্রিঃ) যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল । প্রায় একই সময়ে ***যশোবর্মনের*** নেতৃত্বে কনৌজও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও সামরিক শক্তিতে যথেষ্ট বলীয়ান হয়ে উঠেছিল । বাংলাদেশে শশাঙ্কের মৃত্যুর পরও পূর্বের ***মাৎস্যন্যায়*** ' (অরাজকতা) অব্যাহত ছিল । পরে পাল বংশের নেতৃত্বে ওই অঞ্চলে কিছুটা সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয় । উত্তর - পূর্ব ভারতের কামরূপ রাজ্য ছিল খুবই দুর্বল ও গুরুত্বহীন । উত্তর - পশ্চিমে সিন্ধু রাজ্য ছিল ***দাহির*** নামক জনৈক রাজার শাসনাধীন । উত্তর ভারতের মতো দক্ষিণ ভারতেও একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থান ঘটেছিল । এদের মধ্যে চোল , চের , পাণ্ড্য , পল্লব , রাষ্ট্রকূট , চালুক্য প্রভৃতি রাজ্য ছিল উল্লেখযোগ্য । এদের মধ্যেও কোনো সদ্ভাব ছিল না এবং পারস্পরিক সংঘাত ছিল নিত্যকার ঘটনা ।

এইভাবে দেখা যায় , আলোচ্য সময়ে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা ও আঞ্চলিক সংকীর্ণতাবাদের প্রাবল্যের অনিবার্য ফলস্বরূপ ভারতে ' কেন্দ্রীয় শক্তি ' বলে কিছুই ছিল না । এর ফলে দেশের . . ২০৩ রাজনৈতিক অগ্রগতি (দ্বিতীয় পর্যায়) অথনীতিও পঙ্গু হয়ে পড়েছিল । এইরূপ বিচ্ছিন্নতার মুহূর্তে আরবদেশ সিধু আক্রমণ করে খুব সহজেই কর্তৃত্বথাপনে সক্ষম হয় ।

আবর অভিযানের কারণ

আরবদের সিধু অভিযানের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিকেরা একাধিক তত্ত্বের অবতারণা করেছেন । ***এ এল , শ্রীবাস্তব*** এর মতে , আরবদের সিধু অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ' ইসলাম ধর্মের বিস্তার । খলিফাদের আমলে আরবরা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল , সিখু আক্রমণ ছিল তারই অঙ্গ । কিন্তু সমসাময়িক তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে , সিন্ধু বিজয়ের পরে ওই রাজ্যে ব্রাহ্মণ বা বৌদ্ধদের যথেষ্ট ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল । এই কারণে উল্লিখিত যুক্তি সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । ***ঐতিহাসিক ডেভিড আর্নল্ড আনল্ড*** (D. Arnold) প্রমুখের মতে , ভারতের সম্পদ সংগ্রহ করাই ছিল আবর অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য । পরে ভারতে তারা রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হয় । যাই হোক , অষ্টম শতকের প্রারম্ভে একটি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিধুর বিরুদ্ধে আরবদের আগমন ঘটে । সিংহলের রাজা পারস্যের শাসনকর্তা হজ্জাজের কাছে উপঢৌকনস্বরূপ কিছু দ্রব্য ও রমণী একটি জাহাজে পাঠিয়েছিলেন । কিন্তু সিন্ধু প্রদেশের দেবল ' বন্দরে জাহাজটি জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয় । ফলে হজ্জাজ সিন্ধু রাজের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন । কিন্তু দাহির তা দিতে অস্বীকার করলে , ক্ষুব্ধ হজ্জাজ সিন্ধু আক্রমণ করেন।

আরবদের অভিযান

প্রথমে ওবেদুল্লা ও পরে বুদাইল নামক দুই সেনাপতির নেতৃত্বে প্রেরিত আরবদের দুটি অভিযানই ব্যর্থ হয় । অতঃপর ***মহম্মদ-বিন-কাশিমের*** নেতৃত্বে তৃতীয় অভিযান প্রেরিত হয় (৭১২ খ্রিঃ) । কাশিম বিনা বাধায় ' দেবল ' বন্দর দখল করে বহু সিধুবাসীকে হত্যা করেন । অতঃপর আরবরা ' নিরুন ' ও ' সেওয়ান ' দখল করে । এই সময়ে রাজা দাহিরের অযোগ্যতা ও আরবদের মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহারের ফলে বহু দেশীয় সামন্ত ও সাধারণ মানুষ আরবদের পক্ষ অবলম্বন করে । ইতিমধ্যে দাহির ' রাওর ' দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন । আরব বাহিনী রাওর ' আক্রমণ করলে দাহির যুদ্ধ শুরু করেন এবং নিহত হন । অতঃপর তার পুত্র জয়সিংহ বিক্রমের সাথে আরবদের আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকেন । কিন্তু তিনিও পরাজিত হয়ে ' রাওর ত্যাগ করে পলায়ন করেন । এরপর কাশিম ব্রাহ্মণ্যবাদ ও মুলতান দখল করে বিজিত অঞ্চলে শাসন প্রবর্তন করেন ।

ভারতে আরব শাসনব্যবস্থা

আরব শাসনাধীন সিখুদেশকে কয়েকটি জেলা ' বা ' ইতায় বিভক্ত করা হয় । প্রতি জেলায় একজন করে আরবীয় শাসক নিযুক্ত ছিলেন । থানীয় শাসনভার সিধুবাসীদের হাতেই ন্যস্ত ছিল । সরকারি কর্মচারী ও সৈন্যগণ নগদ অর্থের পরিবর্তে জায়গির ভাোগ করত । হিমু শাসনকালের বহু আইন আর শাসনকালেও প্রচলিত ছিল । রাজস্ব নির্ধারণে কোরানের নির্দেশ পালিত হত । ভূমিকর ও অমুসলমানদের কাছ থেকে

আদায়ীকৃত ‘ জজিয়া করছিল রাজস্বের প্রধান উৎস । তবে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কোনোরকম কর দিতে হত না । বিচারকার্য পরিচালনা করতেন বিভিন্ন স্তরের প্রশাসকরা । তবে বড়ো বড়ো শহরে কাজি বিচার করতেন । ওই সময়ে অন্য ধর্মাবলম্বী বং বাকি .ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করলেও তখন ধর্মপালনের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল । ***ঈশ্বরীপ্রসাদ - এর মতে*** , *“ আরবীয়দের এহেন ধর্মীয় উদারতার প্রধান কারণ ছিল তকালীন ভারতবাসীর ধর্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ । ”* তার ভাষায় ও

“They did so (toleration) not because they felt respect for other faith , but because they were convinced for the impossibility of suppressing the faiths of the conquered people . "

অমুসলমান নাগরিকদের নানাপ্রকার বোঝা বহন করতে হত । বহিরাগত মুসলমানদের তিনদিন ভরণ পোষণ , জিজিয়া কর প্রদান ইত্যাদি তাদের মেনে নিতে হয়েছিল । বিচারের ক্ষেত্রেও মুসলিম আইন অনুসৃত হত । আইনের সাম্য স্বীকৃত ছিল না । “ জিজিয়া কর ’ আদায় প্রসঙ্গে ***ঈশ্বরীপ্রসাদ*** *লিখেছেন* :

“The Jijiya was always exacted with rigour and punctuality and frequently with insult. "

আরব অভিযানের ফলাফল- সিন্ধুদেশে আরব অভিযানের ফলাফল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না । ঐতিহাসিক স্টেনলি লেপুল একে সম্পূর্ণ ফলবিহীন এক ঘটনা বলে । অভিহিত করেছেন । তার ভাষায় –

“It (Arab invasion) was an episode in the history of India and if Islam, a triumph without result. "

রাজনৈতিক ফল - ভারতে আরব - কর্তৃত্ব মূলত সিন্দুদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল । মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে হিন্দুশাসিত রাজ্যগুলি থেকে সিন্ধু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল । কুচ , রাজস্থান , গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে অভিযান চালালেও , শেষ পর্যন্ত আরবরা ওইসব অঞ্চল দখলে ব্যর্থ হয়েছিল । সীমিত অঞ্চলে বিস্তৃত এবং স্বল্পস্থায়ী হওয়ার ফলে ভারতে আরব অভিযানের রাজনৈতিক ফল ছিল শূন্য ।

সাংস্কৃতিক প্রভাব

“ A great many elements of Arabian culture which afterword’s had such a profound effect upon European civilisation , were borrowed from India . "

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে আরবরা প্রভাবিত হয় । হিন্দুদর্শন , জ্যোতিষশাস্ত্র , শিল্পরীতি , চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি বহু বিষয়ে আরবরা জ্ঞানলাভ করে এবং নিজ দেশে তা প্রচার করে । খলিফা মনসুরের আগ্রহে ব্রসিদ্ধান্ত ও ‘ খণ্ডবাদক ’ নামক সংস্কৃত গ্রন্থদ্বয় আরবি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল । খলিফা হারুনের (৭৮৬-৮০৮ খ্রিঃ) আমন্ত্রণে বহু ভারতীয় পণ্ডিত আরবদেশে গমন করেছিলেন ।